JAN. 25 2001

পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

রাজধানীর ভাল স্কুলসমূহে ভর্তি পরীক্ষার লড়াইয়ে ৫০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী হেরে গেছে

মোঃ আবদুর রহিম ।। রাজধানীতে ভালমানের এবং মোটামুটি ভালমানের স্কুলসমূহে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল প্রায় পৌনে এক লাখ ছাত্র-ছাত্রী। তার মধ্যে কমবেশী ৫০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষার লড়াইয়ে হেরে গেছে। এসব স্কুলে চলছে এখন জোর তদবিরের লড়াই। একটি ভাল স্কুলে এক জনের ভর্তির জন্য দেড় লাখ টাকা দেয়ার প্রস্তাবও রয়েছে। ভাল শিক্ষার জন্য দরকার ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, এটাই হওয়া দরকার শিক্ষা ব্যবস্থা তথা জাতীয় উন্নয়নের মূলনীতি। কিন্তু ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম থাকার কারণে ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করার উপযোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। এ কারণেই অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরেও ভাল স্কুলসমূহে ভর্তি পরীক্ষার লড়াইয়ে বিপুল সংখক ছাত্র-ছাত্রী সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষার লড়াইয়ে অর্ধ লাখের মত ছাত্র-ছাত্রী হেরে গেছে।

১৬ এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

১ হাজার ছাত্রছাত্রী হেরে গেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভর্তি পরীক্ষার লড়াইয়ে হেরে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকগণ ভাল স্কুলে সন্তানকে ভর্তির করার বিষয়ে হাল ছাড়েননি। এসব অভিভাবক এখন তদবিরের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। তদবিরের ক্ষেত্রে কাজ করছে অর্থ, প্রভাব এবং ক্ষমতা। রাজধানীর একটি ভাল স্কুলে একজন ছাত্রীর ভর্তির জন্য দেড় লাখ টাকার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। একটি সরকারী স্কুলে ভর্তির জন্য একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জনৈক কর্মকর্তার সুপারিশ রয়েছে।

রাজধানীর ২৪টি সরকারী স্কুল এবং উন্নতমানের ও মোটামুটি ভালমানের ১২/১৪টি স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। উল্লিখিত স্কুলসমূহে পৌনে ১ লাখের মত ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় কিন্তু অর্ধ লাখের মত ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে।

রাজধানীর ভাল স্কুলে সন্তানকে ভর্তির ব্যবস্থা করে তা ভবিষ্যৎ লেখাপড়ার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে অভিভাবকগণ সন্তানকে কোচিং করাতে বিপুল অংকের টাকা ব্যয় করে। দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির পরও সিটের তুলনায় ভর্তিচ্ছুদের সংখ্যা ১৫ গুণের বেশী হওয়ার কারণে বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তির পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েছে। অথচ ভর্তি পরীক্ষায় হেরে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই যে যে শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে সে সে শ্রেণীতে লেখাপড়া করার যোগ্যতা রাখে। এতদসত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় সিট সংখ্যা কম থাকার কারণে তারা পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। খবর নিয়ে জানা গেছে, ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের প্রায় ৭০/৭৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী পাস নম্বর পেয়েছে।

উল্লেখ্য, উন্নতমানের এবং মোটামুটি ভালমানের স্কুলসমূহে যে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয় তা প্রতিযোগিতার কারণে অনেকটা কঠিন করা হয়ে থাকে। ভর্তি পরীক্ষায় যারা ৪০ নম্বর পায় তারা সে ক্লাসের জন্য উপযোগী বলে বিবেচনায় আনা হয়। কিন্তু বহু ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় ৬০/৭০ নম্বর পেয়েও ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উল্লিখিত স্কুলসমূহে ভর্তির জন্য চলছে জোর তদবিরের লড়াই। এ লড়াইয়ে জেতা-হারা ছাত্রছাত্রীর গুণগতমানের ওপর নির্ভর করবে না। এ প্রক্রিয়ায় তারাই জিতবে যাদের প্রভাব আছে, প্রচুর অর্থ আছে অথবা ক্ষমতা আছে। এ পর্যায়ে যে যেভাবে পারছেন তদবিরে নেমেছেন। রাজধানীতে একটি ভাল স্কুলে একটি ছাত্রীর ভর্তির জন্য দেড় লাখ টাকার অফার দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। যিনি এ অফার দিয়েছেন তিনি এরপরও ভর্তির বিষয়ে নিশ্চিত নন। অপর একটি স্কুলে ভর্তির জন্য জনৈক প্রভাবশালী মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তার সুপারিশ রয়েছে। পরীক্ষায় ২৪টি সরকারী স্কুলে প্রায় ... সিটের বিপরীতে ৩০ হাজারের ... ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ... ভিকারুননিসা নূন স্কুলে ৮... বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে ১২ হাজারের মত ছাত্রছাত্রী। আইডিয়াল স্কুলের দুই শাখায় ৭০০ সিটের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে ৭ হাজারের বেশী ছাত্রছাত্রী। গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুলে ২৯০টি সিটের বিপরীতে ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। মিরপুর-মণিপুর স্কুলের দুই শাখায় প্রায় ৯০০ সিটের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে ৫/৬ হাজার ছাত্রছাত্রী। ভর্তি পরীক্ষায় অনেকটা কাছাকাছি চিত্র উদয়ন স্কুল, হলিক্রস স্কুল, অগ্রণী গার্লস স্কুল, সেন্ট জোসেফ স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল, মতিঝিল মডেল হাইস্কুলসহ কিছু কিছু স্কুলে। আইডিয়াল স্কুলে এ বছর ভর্তি পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা ছিল অন্যান্য বছরের তুলনায় কম। ভর্তি ফরমের মূল্য ৩০০ টাকা করার কারণে এবং একই দিনে অন্যান্য স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা থাকার কারণে অনেকে ভর্তি পরীক্ষার ফরম সংগ্রহ করেননি এবং অনেকে ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হননি। আইডিয়াল স্কুলে ও ভিকারুন নিছা নূন স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার ফরমের উচ্চ মূল্যের সমালোচনা করেছেন অনেকে। অভিজ্ঞজনদের মতে, ভর্তি ফরমের মূল্য ৫০ টাকার বেশী হওয়ার কোন কারণ নেই। তাদের মতে, ভর্তি পরীক্ষার ফরম অধিক মূল্যে বিক্রি করে ফান্ড বৃদ্ধির চিন্তা ভাল স্কুলসমূহের বেলায় অনাকাংক্ষিত।